BDeBooks.com

Read Online

pdf

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

গ্রামের বাইরে নির্জন রাস্তা। একা গুপী আপন মনে বিড় বিড় করতে করতে গাধার পিঠে চড়ে চলেছে।

গুপী তৃতীয় সুর, ষষ্ঠ সুর।
গুপী চললো বহুদূর! বহুদূর!
(গাধাকে) কোথায় চললি রে, অ্যাঁ?
(আপনমনে) চলি চলি চলি চলি
পথের যে নাই শেষ—
গুপী আছে বেশ বেশ—
কেবল আছে ভাবনা, ভাবনা।
সন্ধ্যা হইলে বন বাদাড়ে
বাঘে যদি ধরে? গুপী যদি মরে?

রাস্তার ধারে বাঁশবন। গুপী সেই দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি দেয়, তারপর দু হাতে তার কোমর ধরে

গুপী ও বাবা! উফ্ ! কোমর ধইরে গেছে গো! র র র! উফ্!

গাধা থেমে যায়। গুপী তার পিঠ থেকে নেমে পড়ে।

গুপী যা, যা! আমলকি ফিরে যা! যা!

৩

গুপী সামনের বাঁশবনে প্রবেশ করে। এদিক ওদিক তাকায়। দূর থেকে 'ঢপ্ ঢপ্' আওয়াজ ভেসে আসে। গুপী শব্দটাকে লক্ষ্য করে বাঁশবনের ভিতর দিয়ে এগোতে থাকে। তারপর কিছুদূর গিয়ে দেখে গাছের গুঁড়ির পাশে একটা ঢোল পড়ে আছে। গাছের উপর থেকে জল পড়ায় ঢোলের শব্দ হচ্ছে। এবার গুপীর চোখ পড়ে ঢোলের পাশে ঘুমন্ত বাঘার উপর। গুপী ফিক্ করে হেসে ওঠে। ঘুম ভেঙে যায় বাঘার। সে গুপীকে দেখেই তড়াক্ করে উঠে পড়ে—

বাঘা কেডা?
গুপী আরে বাপ্!
বাঘা চোপ্!
গুপী (নকল করে) চোপ্!
বাঘা খবরদার!
গুপী খবরদার
বাঘা (বিরক্ত(হয়ে) ধ্যুৎ!
গুপী ধ্যুৎ

বাঘা হাল ছেড়ে বসে পড়ে— গুপীকে আর বিশেষ পাত্তা দেয়না।

গুপীও বসে পড়ে।

বাঘা আঙুল মটকায়। গুপীও বাঘার দেখাদেখি আঙুল মটকায়।

বাঘা তুড়ি মেরে হাই তোলে—

বাঘা মাগো!

গুপীও তুড়ি মেরে হাই তোলে—

গুপী মাগো!

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ। তারপর হঠাৎ বাঘা আপন মনে হাঁটু বাজিয়ে—

বাঘা ধিন্ তাক, ধিন্ তাক্,
তাক্ ধিন, ধিন্ তাক!

গুপীও তার দেখাদেখি—

গুপী ধিন্ তাক্, ধিন্ তাক,
তাক্ ধিন্, ধিন্ তাক্!

বাঘা আর থাকতে পারে না, সে রেগে মেগে লাফিয়ে ওঠে—

বাঘা তবেরে!

বাঘার কোমরের গামছার সঙ্গে তার ঢোলটা বাঁধা ছিল, সে উঠতেই ঢোলটাও গড়িয়ে মাটিতে পড়ে। তা দেখে গুপী হেসে কুটিপাটি।

গুপী তোমার ঢোল যে জল পইড়ে ফুলে ঢোল হয়ে গেছে গো!

বাঘা ঢোলটা তুলতে যাবে এমন সময় হঠাৎই দূরে বাঘের ডাক শোনা যায়। দুজনে তটস্থ হয়ে যায়। বাঘা সরে আসে গুপীর কাছে।

বাঘা কি নাম তোমার?

গুপী আমার নাম?

বাঘা তোমার না ত কার?

গুপী আমার নাম শ্রী গোপীনাথ কাইন।

বাঘা নিবাস?

গুপী আমলকি। তোমার?

বাঘা হরতুকি।

গুপী তা, তুমি এখানে যে?

বাঘা (বোকা হাসি হেসে) তাড়ায় দেছে! গাধার পিঠে তুইলে দূর করে দেছে!

গুপী রাজামশাই?

বাঘা তুমি জানলে কি কইরা?

গুপী আমারেও যে—

গুপীর কথা শেষ হয়না— দূরে বাঁশবনের ফাঁক দিয়ে একটা বাঘকে দেখা যায়।

বাঘা এসে গেছে।

বাঘটা হেলতে দুলতে এগিয়ে আসে।

বাঘা এসে গেছে।

বাঘটা ঘুরে যায়। গুপী-বাঘা একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে থাকে।

বাঘা চলে গেল বোধহয়...

বাঘটা ফের মুখ ঘোরায়, এগিয়ে আসে।

গুপী না না! যাইনি, যাইনি!

ভয়ে গুপী-বাঘার দাঁতে দাঁত লেগে যায়। বাঘটা একবার ওদের দিকে দেখে চলে যায়। দুজনের ভয় কাটে। সামনের বাঁশবন ফাঁকা। বাঘা উত্তেজিত হয়ে লাফ দেয়

বাঘা পলায়েছে! পলায়েছে! ভয় পেয়েছে!

বাঘা এক দৌড়ে তার ঢোলটা নিয়ে ফিরে আসে গুপীর কাছে।

গুপী কেন ভয় পেল বলত?

বাঘা পাবেনা ? আমি যে বাঘের এক কাঠি বাড়া। আমার নাম কি জান? বয়ে কাঠি, ঘয়ে কাঠি, ঢোলে চাঁটি— বাঘা!

গুপী (অবাক) বাঘা?

বাঘা বাঘা বাইন!

ভূতের নাচ

দিলীপ কুমার বসু

ভূতের নাচের ইতিকথা

গুপী-বাঘা দুই চাষীর ছেলে দুই গ্রামের। একজনের স্বপ্ন গান গাইবে সপ্তসুরে, অন্যজন বাজাবে বাদ্য। গভীর জঙ্গলে বাঘের কবল থেকে কোনত্র(মে উদ্ধার পেয়ে ভূতের রাজার দেওয়া তিনটি জব্বর বর পেয়ে গুপী বাঘার বরাত খুলে গেল। গ্রামের বাস্তবধর্মী জীবনের কাহিনী ভূতের রাজার আশীর্বাদে হয়ে দাঁড়াল রসাল এক অপরূপ রূপকথা।

বিশেষ করে সাড়ে ছয় মিনিটের ভূতের নাচের দৃশ্যগুলিতে। আজকাল কম্পিউটারের দৌলতে পরিচালকরা অনেক রকম কায়দা কেরামতি করে দর্শকের চোখ ধাঁধিয়ে দিতে পারেন। ষাটের যুগে এ-সব সম্ভব ছিল না। 'গুগাবাবা' সাড়ে ছয় মিনিটে দর্শককে এক আশ্চর্য জগতে নিয়ে যায়। চোখের সামনে রূপালী পর্দায় সাদা-কালো ছবির নাচের দৃশ্যগুলি রসে রঞ্জনে মনে হয় রঙীন।

সাড়ে ছয় মিনিটের ছয়লাপ

জঙ্গলে সন্ধ্যে ঘনিয়ে এল। আমরা দেখি হীরকের মত ঝলমল একটি/ দুটি ত্রিকোনকার ফলক। মূর্ত হয়ে ওঠে ভূতের রাজার মুখ ও দেহ। পল্লীবাংলার রূপকথার বটগাছতলার 'হাতির মত কান, মুলোর মত দাঁত' মার্কা ভূত ঠিক নয়। বড় বড় কয়েকটি দাঁত অবশ্য আছে। চ(দুটিও কোটরাগত। রাজসিক অথচ শান্ত। পরিধানে স্বল্প বস্ত্র। হাতে যাদুর ছড়ি। সেটা ঘুরিয়ে নাচ শু(র আদেশ দিলেন।

নাচের সময়ে আপাত দৃষ্টিতে আমরা দেখি নানা ভূতের অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি তালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মোটাভূত, রোগাভূত, সাহেবভূত, পাদ্রীভূত, রাজাভূত, প্রজাভূত ইত্যাদি। নিজেদের মধ্যে মারপিট। শেষে সারি বেঁধে সবার একসঙ্গে নাচ— যেন পটে আঁকা জীবন্ত ছবি।

খেরোখাতায় নাচের খসড়া

সত্যজিৎ রায় সাধারণত লাল রঙের একটি খাতা বইতে (খেরোখাতা) পরিকল্পিত চলচ্চিত্রের প্রতিটি ফ্রেমের নক্সা করতেন। সহকারী ও ক্যামেরা চালকের জন্য কিছু নোট করা থাকত নক্সার সঙ্গে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই নক্সাগুলি হয়ে দাঁড়াত বেশ বড় আকারের স্কেচ।

ভূতের নাচের স্কেচগুলি বেশ বড় এবং সুন্দর করে সাজানো। পৌরাণিক যুগে চতুর্বর্ণের ভিত্তিতে চার শ্রেণীর ভূত। প্রথম শ্রেণীর ভূতকে অভিহিত করেছেন 'রাজা বাদশা ইত্যাদি' বলে। দুই সারিতে ছ'টা ভূতের স্কেচ। প্রথম সারিতে পৌরাণিক আমল, বৌদ্ধযুগ ও কনিষ্কের যুগের তিন ভূত। যুগোপযোগী পোশাক আশাক ও মাথার মুকুটের ভিন্ ধরন দেখিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন কোন রাজা কোন আমলের। দ্বিতীয় সারিতে দেখিয়েছেন ভূত কোন অঞ্চলের— যেমন মদ্রদেশীয়, মোঘল যুগের দিল্লী বা আগ্রা বা সর্বভারতীয় রাজন্যরূপ। নাচের সঙ্গে রাজোপযোগী বাদ্য মৃদঙ্গ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ভূত 'চাষাভূষো ইত্যাদি'। প্রথম সারিতে সাঁওতাল, চাষী ও বাউল। দ্বিতীয় সারিতে মুসলমান, বেহারী দারোয়ান ও লাঠিয়াল। দেহের ও মুখের অঙ্গভঙ্গি, জামা-কাপড়ের ধরন দেখিয়ে ধরিয়ে দিতে চেয়েছেন কোন ভূত কোনটি। নাচের সঙ্গে বাদ্য হল খঞ্জিরা।

তৃতীয় শ্রেণীর ভূত সব সাহেব। প্রথম সারিতে বন্দুক হাতে হেস্টিংস, ক্লাইভ, ছড়ি হাতে চালিয়াত ভূত। দ্বিতীয় সারিতে লম্বা পোষাকে কর্ণওয়ালিস্ তরোয়াল হাতে সৈনিক সাহেব ও মদের বোতল হাতে নীলকর সাহেব। যথোপযুক্ত(বাদ্য ঘট্টম। চতুর্থ শ্রেণীতে রয়েছে তিন সারিতে 'নাড়ুগোপাল ইত্যাদি'। সারি প্রতি দুই মোটা ভূত। প্রথম সারিতে বাবু (ইয়ার) ও বাবু (শহুরে)। এরপর বানিয়া ও পু(ত। শেষে হেড মাস্টার ও পাত্রী। বিশিষ্ট বাদ্য মূড়শৃঙ্গ।

খসড়া থেকে পর্দায়

সাহেবরা ছাড়া অন্য সব শ্রেণীর ভূতের ভূমিকায় নেচেছেন বাছাই-করা নর্তকরা। বংশীচন্দ্র গুপ্ত সত্যজিতের খসড়ার রূপে এদের যথাযথ সাজিয়ে

দেন। সাহেবদের জায়গায় খাড়া করেন পুতুলের ছায়ানৃত্য প্রতি সেকেণ্ডে ষোলটা ফ্রেম ঘুরিয়ে। প্রতি শ্রেণীর ভূতেরা নিজেদের পরিচয় দিয়ে শু(করে নাচ। সঙ্গে যথাযথ বাজনা।

ভূতের আকৃতি দেখাবার জন্য নেগেটিভ্ ব্যবহার করেছেন এবং আলোকপাত করা হয়েছে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে। এর সঙ্গে একটার পর একটা কাট্ ছবিতে এবং বাজনাতে। দ্রুত তালের নাচ দর্শককে উত্তাল করে। প্রতি শ্রেণীর ভূতেদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ও মারপিটের দৃশ্য বিশেষ করে উপভোগ্য। বাইবেল্ ছুড়ে পাদ্রী মারছে পু(তকে, এক সাহেব চাকরের আনা হুকো ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন মেজাজ দেখিয়ে। শ্রেণী সংগ্রাম নয়। শ্রেণীর অন্তর্কলহ— তলোয়ারের লড়াইতে সব ভূত খতম। শেষ দৃশ্যে আবার শ্রেণীবদ্ধ হয়ে সব ভূত নাচছে।

নাচের কোরিওগ্রাফি (কোরিওগ্রাফার শম্ভু ভট্টাচার্য) করবার সময় সত্যজিৎ বেছে নিলেন চারটি যন্ত্র। রাজা বাদশাদের জন্য মৃদঙ্গ, চাষীদের জন্য খঞ্জিরা, সাহেবদের জন্য ঘট্টম, আর নাড়ুগোপালেরা পেলেন মূড়শৃঙ্গ। খেরোখাতায় লেখেন নি কেন এই চারটি যন্ত্র পছন্দ করেছিলেন। মৃদঙ্গ ও ঘট্টম অবশ্য অনেক বাঙালীর পরিচিত। খঞ্জিরা ও মূড়শৃঙ্গের বাদ্যবাদন খুব কম বাঙালিই হয়ত শুনেছেন। চলচ্চিত্র সঙ্গীতে এই অভিনব বাদ্যসৃষ্টির আনন্দ বাঙালী প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর ধরে উপভোগ করে আসছেন।

স্থান - কাল - পাত্র

ধরা যাক স্থান কাল পাত্রর বিষয়। 'গুগাবাবা'-র স্থান বঙ্গদেশ সম্ভবতঃ বীরভূম। কাল ও পাত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেরা গুপীর দেশের রাজা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সামন্ত জমিদার। মোগলযুগের শেষের দিকে যারা ধ্রুবসঙ্গীতের সমজদার ও পোষক। এ-সময়ে দেশে নীলকর সাহেবদের গ্রাম বাংলায়, বিশেষ করে বীরভূমে প্রচণ্ড অত্যাচার ও উৎপীড়ন। কেরী সাহেবের মত পাদ্রীরা খৃষ্টধর্ম বিস্তারে ব্যস্ত। সাহেবদের কবর ছড়িয়ে রয়েছে বীরভূমের নানা জায়গায়। সাহেবভূত তাই অবাস্তব বা অস্বাভাবিক নয়। ক্লাইভ, হেস্টিংস, কর্ণওয়ালিস ছড়ি হাতে চালিয়াৎ ভূতদের নির্দিষ্ট করে সত্যজিৎ ইংরেজ ঔপনিবেশিক যুগের সর্বময় কর্তাদের অত্যাচারী ঐতিহ্যকে কটাক্ষ করেছেন। যেমন করেছেন বাবু কালচারকে, বানিয়া, পু(ত, হেডমাস্টার ও পাদ্রীকে।

খেরোখাতা ও আধুনিকতা

'গুগাবাবা'-য় শিল্পী সত্যজিৎকে বিশেষভাবে চেনা যায় খেরোখাতার নক্সায়। ভূতের রাজা থেকে সবভূতের প্রতিকৃতি আঁকেন খুব সাবধানে, ভূতেদের জাতি ও শ্রেণীভাগ ভেবে। নক্সা থেকে নাচ তার সঙ্গে কর্ণাটকী বাজনার তালে তাল দিয়ে শ্রেণীতে, সারিতে সারিতে প্রতিবর্ণের ভূতকে প্রাণবন্ত করেছেন সত্যজিৎ। ভূতের নাচের নক্সাতে অজন্তা ইলোরার ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। নাচের শেষদৃশ্য যেখানে চার শ্রেণীর ভূত একত্র হয়ে লাইন বেঁধে নাচছে, কোনারকের সূর্যমন্দিরের বহির্দ্বারের ভাস্কর্যের সঙ্গে তার আশ্চর্য মিল আছে।

উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমারের গ্রাফিক্সে ও লেখা নাটকীয় উপাদানের সঙ্গে পরিচয় সব বাঙালীরই। ফোটোগ্রাফিতেও পিতা পুত্র পারদর্শী ছিলেন। সত্যজিৎ এই পারিবারিক ধারার বাহক হলেও ওঁর স্কেচ্গুলো ছিল মাধ্যমিক স্তরে ব্যবহৃত হবে কোন গল্প ও উপন্যাসে ইলাস্ট্রেশন হিসেবে(খেরোখাতার ক্ষেত্রে স্কেচ থেকে হবে চলচ্চিত্রের ফ্রেম। 'গুগাবাবা'-র খেরোখাতা দেখে মনে পড়ে বিখ্যাত ইংরেজ ভাস্কর হেন্‌রি মূরের পেনসিলে বা কলমে আঁকা ড্রয়িং, যেগুলো উনি ভাস্কর্যের কাজে ব্যবহার করতেন। ভূতের নাচের দৃশ্যগুলি স্কেচ করতে গিয়ে সত্যজিৎ চা(বিদ্যায় রূপরেখা যথারীতি অনুসরণ করেছেন। রূপকে অরূপ করেছেন, মানুষকে ভূত, লৌকিককে অলৌকিক। তবে এ স্কেচ্ ভাস্কর হয়ে ফুটে ওঠে নি, গীতিনাট্য বা cantata হয়েছে। ফুটে উঠেছে রূপালী পর্দায়- চলচ্চিত্রে। এ গীতিনাট্য যুক্তি(, তক্ক, গপ্পের ওপরে। বুদ্ধিতে এর ব্যাখ্যা চলে না। আধুনিক ও অত্যাধুনিক avant-gard? বেশ তো। ঔপনিবেশোত্তর বা আধুনিকোত্তর? হয়তো দুটোই। নিশ্চিত করে একমাত্র একথা বলা যেতে পারে সাড়ে ছয় মিনিটের ভূতের নাচের ছয়লাপ সত্যজিতের প্রাণ মন কল্পনার জোয়ারে ভাসা ভালবাসার কাজ। ওঁর নিপুণ হাতের কাজ। এটা তাঁর নিজস্ব। স্বকীয়।

টুকরো কথা

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ‘গুপী গাইন’ গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ‘সন্দেশ’ পত্রিকায়। চৈত্র ১৩২১ থেকে ভাদ্র ১৩২২ পর্যন্ত ছ’মাসে ছ’টি কিস্তিতে এই গল্প প্রকাশিত হয়েছিল।

উপেন্দ্রকিশোরের এই গল্পটিকে নিয়ে সত্যজিৎ রায় প্রথম ছবি করার কথা ভেবেছিলেন ১৯৬৩ সালে। সেটা ছিল উপেন্দ্রকিশোরের জন্মশতবর্ষ। জন্মশতবর্ষে সেটাই হতো তাঁর প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

স্কেচ সত্যজিৎ রায়

সন্দীপ রায়

স্কেচ সত্যজিৎ রায়

সত্যজিৎ রায়কে ছোটদের ছবি বানাবার প্রথম অনুরোধটি করেছিলেন তাঁর পুত্র সন্দীপ রায়। তখন সন্দীপের দশ বছর বয়স। ছোটদের ছবি বানানোর আগ্রহ থেকেই ‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’ বানানোর চিন্তা সত্যজিতের মাথায় আসে।

সত্যজিৎ রায় ‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’ ছবিটি শু(করেছিলেন ১৯৬৮-র গোড়ায়। সাত মাসের মধ্যেই ছবিটির কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। ছবিটি মুক্তি(পেয়েছিল ১৯৬৯ সালের ৮ই মে।

‘গুগাবাবা’র বাজেট ছিল ৪ লক্ষ টাকা । প্রযোজক অসীম দত্ত ও নেপাল দত্ত টাকাটা দিয়েছিলেন। কিন্তু ঐ টাকায় ইচ্ছে থাকলেও শুধুমাত্র শেষ দৃশ্যটি ছাড়া সম্পূর্ণ ছবি রঙিন করা যায় নি।

ছবিটি মুক্তি(পেয়েছিল মিনার, বিজলী ও ছবিঘর এই তিনটি প্রধান প্রেক্ষাগৃহে। একটানা ১০২ সপ্তাহ চলেছিল ‘গুপী গাইন ও বাঘা বাইন’। আর কোন বাংলা ছবি একটানা এতদিন চলে নি। এটা এক সর্বকালীন রেকর্ড।

গুপীর গানগুলো গেয়েছিলেন অনুপ ঘোষাল— একথা সবাই জানে। কিন্তু বাঘার হয়ে ঢোল বাজিয়েছিলেন কে? বাজিয়েছিলেন রাধাকান্ত নন্দী।

সত্যজিৎ-রায়ের ভাবনায় হাল্লার সেনারা প্রাথমিকভাবে ছিল ঘোড়সওয়ার। অনেক খুঁজেও অতগুলো ঘোড়া না পাওয়ায় হাল্লা রাজার সেনা উষ্ট্রবাহিনী হয়ে গিয়েছিল।

'গুপী গাইন বাঘা বাইন' গল্পে ছিল গুপী চালাক, বাঘা একটু সাদাসিধে। হাল্লা রাজা ভাল, শুণ্ডী দুষ্টু। ছবিতে দুটোই উল্টো। গুপী সহজ-সরল, বাঘা বোঝদার। শুণ্ডী ভাল এবং খারাপ হাল্লা।

'গু গা বা বা' ছবির আবহসঙ্গীত, সব গান এবং ভূতের রাজার গলায় তিন বর সহ যে লং প্লে-য়িং রেকর্ডটি প্রকাশিত হয়েছিল সেটি বাংলা ছায়াছবির প্রথম লং প্লে-য়িং রেকর্ড।

'গুপী গাইন ও বাঘা বাইন'-এর জনপ্রিয়তায় এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ ও তৈরী হয়েছিল 'হীরক রাজার দেশে' (সত্যজিৎ রায়) এবং 'গুপী বাঘা ফিরে এল' (সন্দীপ রায়) নাম দিয়ে। দুটো ছবির-ই কাহিনীকার ছিলেন সত্যজিৎ রায়।

স্কেচ সত্যজিৎ রায়

গুগাবাবা রাজভোগ। সত্তরের দশকে কলকাতায় সাড়া ফেলেছিল এই অতিকায় মিষ্টি। 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' রিলিজ করার পরই মিষ্টির দোকানে দোকানে শোকেসে আলো করে ছিল এই রাজভোগ। দাম ছিল ১ টাকা।

সানি ধাপা মাগা রেসা গাইতে পারি

১

দ্যাখরে, নয়ন মেলে
জগতের বাহার
দিনের আলোয় কাটে অন্ধকার—
আহা মরি কী বাহার!

দ্যাখরে চারিপাশে
দ্যাখরে ঘাসে ঘাসে
দ্যাখরে নীলাকাশে
আহা মরি কী বাহার!
দিনের আলোয় কাটে অন্ধকার।

দ্যাখরে নদীজলে
দ্যাখরে বনতলে
দ্যাখরে ফুলেফুলে
আহা মরি কী বাহার!
দিনের আলোয় কাটে অন্ধকার।*

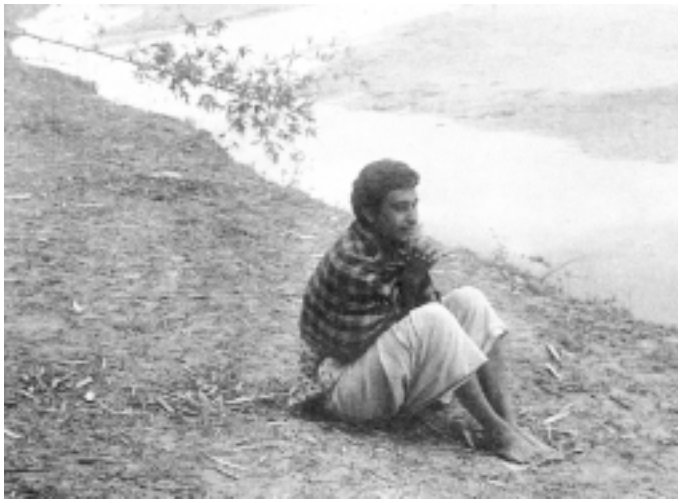

২

ভূতের রাজা দিল বর
জবর জবর তিন বর। [এক, দুই, তিন]
যা চাই পরতে, খাইতে পারি [এক নম্বর, এক নম্বর]
যেখানে খুশী যাইতে পারি [দুই নম্বর, দুই নম্বর]
সানি ধাপা মাগা রেসা গাইতে পারি। [তিন নম্বর, তিন নম্বর]
কেমন সুন্দর!
ভূতের রাজা দিল বর।

আহা ভূত [বাহা ভূত]
কিবা ভূত [কিম্ভূত]
বাবা ভূত [ছানা ভূত]
খোঁড়া ভূত [কানা ভূত]
পাকা ভূত [কাঁচা ভূত]
সোজা ভূত [বাঁকা ভূত]
রোগা ভূত [মোটা ভূত]
আধা ভূত [গোটা ভূত]
আরো হাজার ভূতের রাজার দয়া
মোদেরই উপর—
ভূতের রাজা দিল বর।

তাইরে নাইরে নাইরে
আর ভাবনা কিছু নাইরে।
তাক ধিননা ধিনতা
আর নাইকো মোদের চিন্তা!
[কেবল পেটে বড় ভুখ
না খেলে নাই কোন সুখ।]
আয়রে তবে খাওয়া যাক
মণ্ডা-মিঠাই চাওয়া যাক
[কোর্মা কালিয়া পোলাও
জলদি লাও জলদি লাও]
জলদি লাও জলদি লাও
জলদি লাও জলদি লাও।

* ছবিতে শুধু প্রথম স্তবকটি গাওয়া হয়েছিল।

৩

মহারাজা, তোমারে সেলাম!
[সেলাম, সেলাম]
মোরা বাংলাদেশের থেকে এলাম।
মোরা সাদা-সিধা মাটির মানুষ দেশে দেশে যাই,
মোদের নিজের ভাষা ভিন্ন আর ভাষা জানা নাই,
মহারাজা, রাজামশাই।

তবে জানা আছে ভাষা অন্য
তোমারে শুনাইয়ে ধন্য
এসেছি তাহারি জন্য, রাজা!
মহারাজ।
মোরা সেই ভাষাতেই করি গান
রাজা শোন ভরে মনপ্রাণ।
এ যে সুরেরই ভাষা, ছন্দেরই ভাষা
তালেরই ভাষা, আনন্দেরই ভাষা।

ভাষা এমন কথা বলে বোঝেরে সকলে—
রাজা উঁচা-নীচা ছোট-বড় সমান
মোরা এই ভাষাতেই করি গান
মহারাজা— তোমারে সেলাম!

৪

ও রাজা শোন, শোন শোন
শুণ্ডি রাজা শোন।
মোরা বড় খুশি, ভারী খুশি, বেজায় খুশি
তোমার দেশে এসে!

এ দেশের নাই তুলনা
এ দেশের মাটিতে যে ফলে সোনা
এ দেশের কত বাহার, কত যে রূপ, কত যে গুণ
যায় না গোনা
ও রাজা, মোরা বড় খুশি হলাম
এমন দেশে, তোমার দেশে, শুণ্ডী দেশে এসে!

এ দেশের লোকের মুখে নাইরে ভাষা
নাইরে ভাষা
তারা তাও কাছে এসে হেসে হেসে জানায়
কত ভালবাসা!
এ দেশের রাজা মশাই
[সেলাম রাজা!]
দেখ তাঁর জাঁক-জমকের নেইকো বালাই—
এ রাজা সোজা রাজা—
[সাদা রাজা!]
এ রাজা মোদের দ্যাখ ঠাঁই দিয়েছে, ঠাঁই দিয়েছে—
যেমনটি চাই তাই দিয়েছে, তাই দিয়েছে—
এমন দেশে—!
ও রাজা, তাই তো বলি—
মোরা হেথা—
দুজনাতে—
আরামেতে—
দিব্যি আছি—
তোমার দেশে, শুণ্ডি দেশে এসে!*

* ছবির প্রথম মুক্তি(র সময় গানটি ছিল। পরে সময়-সংক্ষেপ করতে গানটি বাদ যায়।

৫

ওরে বাঘারে!
বাঘারে!
ওরে গুপী রে—
এবার ভেগে পড়ি চুপি চুপি রে।
এবার কেটে পড়ি, সরে পড়ি, ভেগে পড়ি
চুপি চুপি রে!
দেখে বিচিত্র এই কাণ্ড-কারখানা—
এদের রকমসকম গিয়েছে জানা।
বাবারে! বাবারে!

শুনে হাল্লারাজার হাঁকাহাঁকি
উড়ে গেল প্রাণের পাখি—
মুণ্ডুখানা যেতে বাকি
মুণ্ডু গেলে খাবো টা কি
মুণ্ডু ছাড়া বাঁচবো না কি?
বাবারে! বাবারে!
বাবারে! বাবারে!
চাচারে নিজেরে বাঁচারে এবারে
পালারে, পালারে, পালারে, পালারে—

৬

ওরে থাম!
থাম থাম!
থেমে থাক।
ও মন্ত্রীমশাই, ষড়যন্ত্রী মশাই
থেমে থাক।
যত চালাকি তোমার
জানতে নাইকো বাকি আর।
যত কার্দানি শয়তানি সবই ফাঁক।
চিচিং ফাঁক।
থেমে থাক।
ও মন্ত্রীমশাই, ষড়যন্ত্রীমশাই।
শুধু দেখেছ ঘুঘুটি তাই এত ভু(কুটি!
পড়লে ফাঁদেতে চুপসিয়ে যাবে জাঁক
জয়ঢাক।
ও মন্ত্রীমশাই, থেমে থাক।
ও মন্ত্রীমশাই, সাবধানে থেকো ভাই
গা গা মা গা রে সা
ধেরে কেটে তাক।

৮

এক যে ছিল রাজা—
[বা! এই ভাবেই গাও। চেঁচায়ো না।]
এক যে ছিল রাজা— তার ভারি দুখ।
[রাজার ভারি দুঃখ হে— আমিও বুঝেছি।]
দ্যাখো রাজা, কাঁদে রাজা, আহা রাজা,
বেচারা রাজার ভারি দুখ!
[বাঃ! বড় ভালো বেঁধেছো তো গানখানা!]
দুঃখ কিসে হয়?
[কিসে হয় বল তো?]
অভাগার অভাবে জেনো শুধু নয়।
যার ভাণ্ডারে রাশি রাশি সোনা দানা ঠাসাঠাসি
তারও ভয়।
[তারই বেশি ভয়!]
জেনো সেও সুখী নয়, সুখী নয়।
[ডাকাতের ভয় তো, রেতে ঘুম নাই।]
দুঃখ যাবে কি?
দুঃখ যাবে কি?
বিরসবদনে রাজা ভাবে কি?
বলি, যারে তারে দিয়ে শাস্তি
রাজা কখনো সোয়াস্তি পাবে কি?
দুঃখ যাবে কি?
[এই গান শুনলে পরে রাজা আমাদের ছেড়ে দিত হে!]
দুঃখ কিসে যায়?
দুঃখ কিসে যায়?
প্রাসাদেতে বন্দী রওয়া বড় দায়।
একবার ত্যাজিয়ে সোনার গদি
রাজা মাঠে নেমে যদি হাওয়া খায়!
তবে রাজা শান্তি পায়।
রাজা শান্তি পায়,
শান্তি পায়।

৭

আছো হেথা যত আমির ও ওমরা।
গাইছ না কেন?
আছো হেথা যত আমির ও ওমরা।
আর যত ব্যাটা হোমরা-চোমরা।
আর যত হুঁ হুঁ হোমরা-চোমরা।
বার্তা ভীষণ, শোন হে তোমরা
শোন হে, শোন হে, শোন হে তোমরা।
হাল্লা চলেছে যুদ্ধে।
হাল্লা চলেছে যুদ্ধে।
[গাও]
হাল্লা চলেছে যুদ্ধে!
হাল্লা চলেছে যুদ্ধে!
হাল্লা-হাল্লা-হাল্লা!

শুণ্ডির দেবো পিণ্ডি চটকে।
শুণ্ডির দিও পিণ্ডি চটকে।
শত্রু নাশিব স্কন্ধ মটকে।
শত্রু নাশিও স্কন্ধ মটকে।
নিস্তার নাহি কাহারও সটকে।
নিস্তার নাহি আমারও সটকে।
হাল্লা চলেছে যুদ্ধে।
হাল্লা চলেছে যুদ্ধে।
যুদ্ধে! যুদ্ধে! যুদ্ধে! যুদ্ধে।

৯

ওরে বাবা দেখ চেয়ে কত সেনা চলেছে সমরে!
কত সেনা! কত সেনা!
হাজারে হাজারে হাতিয়ার বুঝি কাটাকুটি করে।
কাটাকুটি কাটাকুটি—
হাজারে হাজারে হাতিয়ার বুঝি কাটাকুটি করে—
আহারে! আহারে! আহারে!

পেটে খেলে পিঠে সয়— এ তো কভু মিছে নয়
সেনা দেখে লাগে ভয়, লাগে ভয়, লাগে ভয়—
আধপেটা খেয়ে বুঝি মরে! মরে!
যত ব্যাটা চলেছে সমরে—
যত ব্যাটা চলেছে সমরে।
ওরে হাল্লা রাজার সেনা—
তোরা যুদ্ধ করে করবি কী তা বল।

মিথ্যে অস্ত্র শস্ত্র ধরে প্রাণটা কেন যায় বেঘোরে।
রাজ্যে রাজ্যে পরস্পরে দ্বন্দ্বে অমঙ্গল—
তোরা যুদ্ধ করে করবি কী তা বল।
রাজা করেন তম্বিতম্বা
মন্ত্রীমশাই কিসে কম বা?
প্রজা পেয়ে অষ্টরম্ভা হল হীনবল—
তোরা যুদ্ধ করে করবি কী তা বল।
আয় আয়, আয়রে আয়!
আয় রে আয়! আয় রে আয়!
আয় রে বোঝাই হাঁড়ি-হাঁড়ি মণ্ডা-মিঠাই কাঁড়ি-কাঁড়ি আয়!
মিহিদানা, পুলিপিঠে, জিবেগজা মিঠে মিঠে
আছে যত সেরা মিষ্টি
আছে যত এল মিষ্টি
এল বৃষ্টি, এল বৃষ্টি
ওরে—

For More Books Visit www.BDeBooks.Com

BDeBooks.com

Read Online

pdf

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com